সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

রাজ্য কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব
৯ জুলাই ২০১৫

মোদী সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে দোস্তি চাইলেও সাধারণ ভারতবাসী প্যালেস্তাইনের পাশে

প্যালেস্তাইনের গাজায় ২০১৪ সালের আগস্টে ইজরায়েলী আগ্রাসনের ঘটনাবলীর তদন্তে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রধান ছিলেন নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মেরি ম্যাকগোয়ান ডেভিস। তদন্ত কমিটি রিপোর্টে ইজরায়লী সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, গাজায় ইজরায়েলী হানাদার বাহিনীর নৃশংস আগ্রাসনে গতবছর ২১০০ জনেরও বেশি প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। নিহতদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনই নিরীহ সাধারণ নাগরিক। ইজরায়েলী হানায় পাঁচশোরও বেশি প্যালেস্তিনীয় শিশু প্রাণ হারিয়েছে। বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়েছে প্যালেস্তাইনের দেড় হাজারেরও বেশি শিশু। তদন্তে দেখা গেছে, পরিকল্পিতভাবে দখলদার ইজরায়েলী সেনারা অসামরিক নাগরিকদের টার্গেট করেছে।

জেনিভায় গত ৪ঠা জুলাই (২০১৫) অনুষ্ঠিত বৈঠকে মানবাধিকার পরিষদ তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি গ্রহণ করে ও পরবর্তী ব্যবস্থার গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় ভোটাভুটি হলে সকলকে অবাক করে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রস্তাবের উপর ভোটদানে বিরত থাকেন। বলাবাহুল্য, ইজরায়েলী সরকার এবং তার পৃষ্ঠপোষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করতেই মোদী সরকার ভারতের চিরাচরিত প্যালেস্তাইন নীতি থেকে সরে দাঁড়ালো এই ঘটনায়।

এরকম একটি প্রশ্নে ভারতের ভোল বদল অবাক করার মতোই বটে, কারন ভোটাভুটিতে মার্কিন-ঘনিষ্ট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির মতো দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ছিল। চীন, পাকিস্তান,মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ভোটদানে বিরত ছিল আরও তিনটি দেশ --কেনিয়া, ইথিওপিয়া, প্যারাগুয়ে এবং ম্যাসেডোনিয়া। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আজকের (৯ জুলাই ২০১৫) বৈঠক মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করছে। ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান বদলে এবং দেশবাসীর মনোভাবের কোনো তোয়াক্কা না করে জায়নবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে মোদী সরকারের এই নীতিহীন সমঝোতা সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি কখনই মেনে না।

প্যালেস্তাইন প্রশ্নে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার আগে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেস প্যালেস্তাইন জনগণের সমর্থনে দাঁড়িয়েছে। গান্ধিজী ১৯৩৮ সালের ২৬ নভেম্বর 'হরিজন' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন: ''প্যালেস্তাইন আরবদের। ঠিক যেমন ইংল্যান্ড ইংরেজদের এবং ফ্রান্স ফরাসীদের। আরবদের উপর ইহুদীদের চাপিয়ে দেওয়া ভুল এবং অমানবিক।''

অ-আরব রাষ্ট্র হিসেবে ভারতই প্রথম প্যালেস্তাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পি এল ও) স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৪ সালে। ১৯৮৮ সালে পি এল ও-ঘোষিত প্যালেস্তাইন রাষ্ট্রকেও ভারত সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

তবে, পি এল ও–ইজরায়েল আলোচনা শুরু হবার পর ১৯৯২ সালে ইজরায়েলের সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ভারত। এখন অবশ্য ভারত ইজরায়েলী অস্ত্রের সবচেয়ে বড় খদ্দের। স্বভাবতই, ইজরায়েল ও ভারত সরকারের এহেন ঘনিষ্টতায় আমেরিকা খুশি। বিশ্বায়ন পর্বে নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের পর থেকেই ভারতের বিদেশ নীতিতে নানাবিধ সমঝোতামূলক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ঘেঁসা প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্যালেস্তাইন সংক্রান্ত নীতিও তার বাইরে নয়।

বিজেপি এবং সংঘ পরিবার চিরকালই ইজরায়েলের জায়নবাদী নীতির পক্ষে। ভারতে বিজেপি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করার পর প্যালেস্তাইন নীতিতে বদলের চাপ বাড়ার আশংকা ছিলই। এর আগে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি ক্ষমতায় থাকার সময়ও কেন্দ্রীয় সরকারের ইজরায়েল ঘেঁসা নীতির রমরমা আমরা লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বলাবাহুল্য, মোদী সরকারের ইজরায়েল ঘেঁসা নীতি একদিকে যেমন নীতিগতভাবে দেউলিয়া, অন্যদিকে এমন অবস্থান আমাদের জাতীয় স্বার্থের পক্ষেও ক্ষতিকর। আরব ভূখন্ডে চিরাচরিত বন্ধুদের আমরা হারাতে পারি না। লাগাতার মার্কিন হস্তক্ষেপ ও ইজরায়েলী হামলাবাজী নিয়ে ভারতের দৃঢ নীতিনিষ্ঠ অবস্থান প্রত্যাশা করে আরব দেশগুলি।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি মনে করে, আমেরিকা ও ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী হামলার বিরুদ্ধে এবং প্যালেস্তাইন জনগণের ন্যায্য দাবিদাওয়ার সমর্থনে আন্তরিকভাবে দাঁড়াতে হবে ভারতকে। রাষ্ট্রসংঘে গৃহীত প্রস্তাবগুলি মানতে ইজরায়েলকে বাধ্য করতে হবে। এজন্য কূটনৈতিক স্তরে উদ্যোগ নিক ভারত। ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সম্পর্ক অবিলম্বে ছিন্ন করতে হবে ভারত সরকারকে। ভারতের সাধারণ মানুষ এবং শান্তি ও সংহতি আন্দোলন তাই চায়। মোদী সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে দোস্তি চাইলেও সাধারণ ভারতবাসী প্যালেস্তাইনের পাশে।

সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা তার জন্মলগ্ন থেকেই প্যালেস্তাইন জনগণের পাশে। প্যালেস্তাইনের মানুষের ন্যায্য দাবির সমর্থনে জনমত গঠনে আমরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছি। প্রতি বছর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক প্যালেস্তাইন সংহতি দিবস (২৯শে নভেম্বর) পালন করি। মোদী সরকারের ইজরায়েল-ঘেঁসা নীতির বিরুদ্ধে এবং প্যালেস্তাইন সমস্যার ন্যায্য সমাধানসহ মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য এবং রাজ্যজুড়ে লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচী পালনের জন্য সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে।

৯ জুলাই ২০১৫